মেহেরপুরে শিশু ও নারী নির্যাতন দমণ আইনে ৪ টিসহ ৬ টি মামলা

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুর জেলার পৃথক তিনটি উপজেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ৪ টিসহ মোট ৬ টি মামলা দায়ের হয়েছে।

মামলাগুলোর মধ্যে গাংনী থানায় শিশু নারী নির্যাতন দমণ আইনে ৩ টি, একই আইনে মুজিবনগর থানায় ১ টি, মারামারির অভিযোগে মেহেরপুর সদর থানায় ২টি মামলা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে হওয়া মামলায় এউপজেলার বল্লভপুর গ্রামের সামিয়েল মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল
(৫৫) ও একই গ্রামের বিভুদান মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল (২৫) এবং গাংনী থানা পুলিশ গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শামীম রেজাকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানায় তিনটি মামলার মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া এলাকায় এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা এজাহারটি তদন্ত সাপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন।

গাংনীতে মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের মুন্সিপাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ দিয়েছেন এক শিশুর মা।

আজ রবিবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে ওই শিশুটির মা গাংনী থানায় হাজির হয়ে এই অভিযোগটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এখলাছুর রহমান কাজিপুর গ্রামের পোস্ট অফিস পাড়া এলাকার একরামুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, শিশুটির মায়ের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু শিশুটির বয়স মাত্র ৭/৮ বছর। তার শারীরিক গঠণও অত্যন্ত ক্ষিণ। এছাড়া মেয়ের মা বলেছেন, আমার মেয়েকে ওই শিক্ষক বলেছে এখানে সুয়ে পড়ো।

কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের (৭নং) ওয়ার্ডের সদস্য মহন আলী জানান, গতকাল শনিবার (১১ জুন) সকালের দিকে এখলাছুর রহমান শিশুটিকে পাঁকা কাঁঠাল খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। পরে সেখানে শিশুটির জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করলে শিশুটি চিৎকার দেই। শিশুটির চিৎকারে লোকজন জড়ো হলে মাদ্রসা শিক্ষক এখলাছুর রহমান পালিয়ে যায়।

এঘটনায় ওই শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে আমার কাছে আসেন। আমি মেটানোর চেষ্টা করেছি। পরে চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যায় ওই পরিবারটি।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন বলেন, আজকে ওই পরিবারটি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এছাড়া গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করেন।

গতকাল থেকে বিচারের নামে কালক্ষেপন করায় ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহন আলী উপরে।

আজ রবিবার সকালের দিকে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। তবে, মহন আলী মেম্বর বলেন, বিচারের জন্য আমার কাছে আসায় আমি তাদের থানার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছি।

হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধর মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে দ্রুতগামী মোটরসাইকেল ধাক্কায় মোস্তফা
(৬০) নামের এক বৃদ্ধর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (১২জুন) আনুমানিক সকাল ১০টার দিকে উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের কাছারি তোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ওই গ্রামের মৃত ইজ্জত আলীর ছেলে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মোস্তফা তার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর দাড়িয়ে থাকলে, দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হরিনাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত মেডিক্যাল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, রোগীকে সকাল ১০.৪৫ মিনিটে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসলে তাকে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীর মাথার পেছনে ও নাক কান দিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দেখা গিয়েছিলো। রোগীর অবস্থা অবনতি হলে আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমরা সার্বক্ষণিক রোগীর চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলাম তবে ১১◌ঃ১০ ঘটিকায় তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে জানান ডাঃ খন্দকার বনি আমিনা।

হরিণাকুণ্ডু থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) রিয়াজুল ইসলাম জানান, এখন পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের সাথে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর মতবিনিমিয়

আগামী ১৫জুন ঝিনাইদহ পৌরভার নির্বাচন উপলক্ষে ঝিনাইদহে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় ও নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় শহরের আহার রেষ্টুরেন্টে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র প্রার্থী হিজল অসুস্থ থাকায় তার ভাই লতিফ শাহরিয়ার জাহেদী প্রজ্জ্বল সাংবাদিকদের সামনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে বলেন মনোনয়ন পত্র দাখিল করার আগেই গত ১৫মে আমার বসত বাড়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এরপর একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আনুষ্ঠিানিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

আমরা বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেও পরক্ষণে আমার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নৌকা প্রতিকের কর্মীরা আমার মাইক ভাংচুর করে, যা আপনাদের মাধ্যমে ঝিনাইদহসহ দেশবাসী আবগত হয়। এ অবস্থায় ১জুন আমার কর্মী সমর্থক নিয়ে নারকেল গাছ মার্কার প্রচরাভিযান চলা কালে প্রতিপক্ষ নৌকার কর্মী সমর্থকরা আমাকে হত্যার উদ্দশ্যে হামলা চালায় এতে আমি ও আমার ভাই পিপুল সহ আমার ১০/১২কর্মী সমর্থকে মারত্মক ভাবে আহত করে। ঘটনাটি কোর্ট পর্যন্ত গড়াই এবং উল্টো আমাদের নামে মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করে। এক সপ্তাহ ধরে আমি উন্নত চিকিৎসা গ্রহন করে এখন কিছুটা সুস্থ।

এই সংকটকালীন সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে আমার পক্ষ হয়ে কর্মী সমর্থকরা যারা ভোট চেয়েছে তাদেরকেও হুমকী, বা বিভিন্ন ভাবে ভয় ভীতি প্রদর্শণ করা হচ্ছে।

মতবিনিময় সভায় তিনি জানান আমি একটি সন্ত্রাস মুক্ত, পেশি শক্তি মুক্ত অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আশাকরি। তিনি নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নির্বাচন কমিশনের নিকট সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য জোর দাবি জানান এবং সকলের সহযোগী কামনা করেন।

লিখিত বক্তব্য শেষে তার নির্বাচনের ইশতেহার গণমাধ্যম কর্মীদের হাতে তুলেদেন। ইশতেহারে তিনি উল্লেখ করেন নির্বাচিত হলে পরামর্শক কমিটি গঠন করে ত্রৈমাসিক নাগরিক সভার মাধ্যমে নাগরিকদের খোজ খবর নেবেন, এছাড়া খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ট্যাক্স না বাড়িয়ে সেবার মান বৃদ্ধি, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত নগর গড়ে তোলা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সাংস্কৃাতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলার বিকাশ সাধন, কর্মমূখী শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী, বিনামূল্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রষ্ঠিায় সহযোগীতা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ ১৩ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন। এ সময় ঝিনাইদহের সুশিল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং গণ মাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবার থেকে নারীর প্রতি সম্মানের শিক্ষা দিতে হবে

কুষ্টিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও মহিলা অধিদফতরের যৌথ আয়োজনে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন, কুষ্টিয়া মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের উপ-পরিচালক নুরে সফুরা ফেরদৌস।

মতবিনিময় সভায় বক্তৃতাকালে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অপরাধ। বাল্যবিবাহ যখন হয়, তখন তা একটি পরিবার থেকেই হয়। তাই বাল্যবিবাহ নিজেদের পরিবারেই প্রথম রোধ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল প্রকার সামাজিক বাধাসমূহ রোধ করা সম্ভব।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, বারো বছরের একটা মেয়ে সন্তান নেওয়ার শারীরিক অবস্থায় থাকে না। শারীরিক জটিলতায় ভুগতে হয়। আজ এখানে আমরা যারা আছি, সবাই এই শিক্ষা নিই, আঠারো বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেব না এবং আমাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে এই বিষয়ে বুঝাব।

জেলা প্রশাসক বলেন, ইভটিজিংও ঘর থেকেই শুরু হয়। এর কারণ হল, একজন নারীকে যখন অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় তখন সে ফ্যামিলির সব বিষয় একা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়, পরিবারের বাচ্চারা তা দেখে দেখে শিখে। তখন ছেলে সন্তানেরা মনে করে এভাবে বউকে নির্যাতন করতে হয়, মেয়েরা মনে করে বিয়ের পরে তাদের হয়তো এভাবেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তখন দায়ভার আমাদের সবার ওপরই পড়ে।

তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরিবারেই ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে কিভাবে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। কিভাবে নারীর সঙ্গে আচরণ করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, ২০৪১ সালে আমরা একটি উন্নত দেশে যেতে চাই। সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান সরকার নারীবান্ধব সরকার। নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদেরকেও বাল্যবিবাহ রোধে এগিয়ে আসতে হবে। এসময় তিনি এলাকার মসজিদের ইমামগেণেক বাল্যবিবাহ রোধ করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জিপি এ্যাড, আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীনেশ সরকার, দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ আহম্মেদ মামুন, জেলা শিক্ষা অফিসার জায়েদুর রহমান, শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা মখলেছুর রহমান, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আব্দুল করিম, কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহা: মোজাম্মেল হকসহ সংশ্লিষ্টরা।

মতবিনিময় সভায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তারা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারের ৯৯৯ কল সেন্টার সার্বক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখছে। নারীর সম্মান, অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পর্যায় থেকে কাজ করতে হবে। সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার করতে হবে।

এছাড়াও উপস্থিত বক্তারা আরো বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিতে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার বিকল্প নেই। নারীর নীরবতার সুযোগ নিয়েই নির্যাতনের পরিধি বাড়ছে সমাজজুড়ে। নারী-পুরুষনির্বিশেষে সামাজিক সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে, কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে জানা উপস্থিত বক্তারা।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় সুজন মণ্ডল (২৮) নামে এক যুবকের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে, আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

রোববার (১২ জুন) দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় দেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুজন মণ্ডল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চর সোনাতলা গ্রামের মৃত সাদেক মণ্ডলের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় সুজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই সকাল ৯টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়াড় গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় ঈদগাহ ময়দানের সামনে মাদক বিরোধী অভিযানে সুজন মণ্ডলের কাছে থাকা একটি প্লাস্টিক বস্তা থেকে ২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এ ঘটনায় সেদিনই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা হয়।

আসামির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২৯ এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম। ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯(১) টেবিল ৩(খ) ধারার অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মাদক মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামি সুজন মণ্ডলকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুজন মণ্ডল একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। শুধু মাদক ব্যবসায়ী নয়, তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে মেম্বার প্রার্থীর কর্মী ও তার পিতার উপর হামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে দুই সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাক বিতন্ডার জের ধরে পিতা পুত্রকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহত লিয়াকত আলী (৭০) ও তার ছেলে রিপন হোসেন (২৫) বর্তমানে মেহেরপুর আড়াইশ সয্যার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

এ ঘটনায় মেম্বার প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম নির্বাচন অফিসে একটি অভিযোগপত্র দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার (১১ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে নব গঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৯ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম (ক্রিকেট ব্যাট)ও অপর প্রার্থী সাইদুর রহমান (টিউবওয়েল প্রতিক) এর সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচনী পথসভাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বাক বিতন্ড হয়। বাক বিতন্ডার জের ধরে প্রার্থী সাইদুরের কর্মী শরিফুল ইসলামমের নেতৃত্বে তাদের উপর

হামলা করে আহত করে।

মেম্বর প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, আমরা নির্বাচনী প্রচারণায় ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া এলাকায় গেলে সেখানে সাইদুরের লোকজন আমাদের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন এবং প্রচারণায় বাঁধা দেই। আমরা তার প্রতিবাদ করলে তার লোকজন আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের লোকজনকে আহত করেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন, সাইদুর ভোটারদের বিভিন্ন রকম উপহার সামগ্রী ও নগদ টাকা দিয়ে ভোট কিনছেন। এমন ঘটনা আমাদের কর্মীরা জানতে পেরে ভিডিও করতে গেলে তারা আমার কর্মীদের উপর হামলা চালায়।

মুজিবনগরে ধর্ষণের ভিডিও প্রকাশের হুমকি, দুই যুবক গ্রেফতার

মুজিবনগরে ধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ায় অভিযোগে দায়ের করা মামলায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের সামিয়েল মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল (৬০)ও একই গ্রামের বিভুদান মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল(২৫)।

রবিবার (১১ জুন) দিবাগতরাতে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টীম বল্লভপুর গ্রামের তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুইজনকে গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার (ওসি) রাসেল মেহেদী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি মেহেদী রাসেল জানান, বল্লভপুর গ্রামের ভিকটিমকে খোকন মন্ডল ও সবুজ মন্ডল দীর্ঘদিন যাবৎ কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত বছরের ২১ডিসেম্বর দিবাগত রাত

অনুমান ৯ টার দিকে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সবুজ মন্ডলের ঘরে ডেকে নেয় ভিকটিমকে।পরে সেখানে ভিকটিম কে সবুজ বাইরে চলে আসে। এসময় খোকন মন্ডল ভিকটিমকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। এসময় পরিকল্পিতভাবে ধর্ষনের সেই দৃশ্য সহযোগী সবুজ মন্ডল গোপনে ভিডিও ধারণ করে।এঘটনার প্রায় ছয় মাস পর চলতি মাসের ৬ তারিখ দুপুরের সেই ধারনকৃত আপত্তিকর ভিডিও মোবাইলে ফোনে শেয়ারের মাধ্যমে এলাকায় ছড়িয়ে দেয়।

খোকন মন্ডলকে ধর্ষণের অভিযোগে এবং সবুজ মন্ডলকে পর্ণগ্রাফি আইনে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

এ ঘটনায় ভিকটিম বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মুজিব নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।যার মামলা নং ২২। থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

আটক খোকন মন্ডল ও সবুজ মন্ডলকে থানায় এনে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এবার কাফনের কাপড় পরে মাঠে নামলেন ব্যবসায়ীরা

এবার কাফনের কাপড় পরে মাঠে নামলেন মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা। মসজিদের শ্রবৃদ্ধির দোহায় দিয়ে বিনা নোটিশে মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মাকের্টের ২৫ টি দোকান উচ্ছেদ ও ব্যবসায়ীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্যবসায়ী সংগঠনের ডাকা পাঁচ দিনের কর্মসূচীর পঞ্চম দিনে দোকানপাট বন্ধ রেখে এ কর্মসূচী পালন করেন তারা।

আজ রবিবার (১২ জুন) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে শহরের মানিক টাওয়ারের সামনে থেকে কাফনের কাপড় পরে একটি মৌণমিছিল শুরু করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান

করেন। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে তারা ফিরে আসেন।

হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান এর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ মোমিনুল, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, কলেজ মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এমএ কুদ্দুস সহ সাধারণ ব্যবসায়ীরা।
তারা জেলা প্রশাসকের অপসারণ দাবী করেন এবং মসজিদ কমিটিকে দেওয়া সিকিউরিটির সমস্ত টাকা পরিশোধ করার দাবী জানান।
সমাবেশে বক্তারা বলেন ২০০৬ সালে মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে মসজিদ কমিটিকে ২৫ টি দোকান বাবদ প্রতিটি দোকানের জন আড়াই করে টাকা দেওয়া হয়। যার রশিদ সহ সমস্ত প্রমাণ আছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান উচ্ছেদের সময় বলেছেন এটি অবৈধ মার্কেট ছিল। তারা প্রশ্ন করে বলেন, সিকিউরিটি নিয়ে ব্যবসায়ীদের দোকান দেওয়া হয়েছে। এগুলো অবৈধ দোকান হয় কিভাবে? তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যার ঘর নাই তাকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা আজ ঘরছাড়া হলেন। জেলা প্রশাসক এই মার্কেটটি অবৈধ বলেছেন অথচ, তিনিই আবার দোকানদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট করে দিয়ে ভাড়া নিয়েছেন।
বক্তারা আরো বলেন, মার্কেটটি অবৈধভাবে পন্থায় ভাঙ্গায় ২৫ জন ব্যবসায়ীর আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
তারা বলেন অবিলম্বে জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনাররের অপসরণ চাচ্ছি। বর্তমান আন্দোলন চলমান থাকবে। পাঁচ দিনের যে কর্মসূচি ছিলো তাতে যদি কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে ১২ তারিখ রাতে জেলার সকল ব্যবসায়ী সমিতি আলোচনা করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অপসারণের দাবীতে ১ দফা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।
উল্লেখ্য, গত ৭ জুন মেহেরপুর মডেল মসজিদ মার্কেটের ২৫ টি দোকান মসজিদের শ্রীবৃদ্ধির দোহায় দিয়ে উচ্ছেদ করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ব্যবসায়ীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি শান্তিপূর্ণভাবে ৫ দিনের লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করেন। হোটেল বাজার সমিতির ডাকা লাগাতার এ কর্মসূচীতে ইতোমধ্যে যোগ দিয়েছেন মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, গাংনী উপজেলা বাজার কমিটি, মুজিবনগর উপজেলা বাজার কমিটি, মেহেরপুর কলেজ মোড় ব্যবসায়ী সমিতিসহ তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ডিসির গাড়ি চালকের মেয়ের মৃত্যু

পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরা হলোনা তৃষ্ণার। বাড়ির মাত্র কয়েক শ গজ দুরে পাওয়ার টিলারের চাকায় স্পৃষ্ট হয়ে মূহূর্তেই নিথর হলো সে। তৃষ্ণা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের গাড়ি চালক আব্দুল মোমিনের মেয়ে ও মেহেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্রী। আব্দুল মোমিনের বাড়ি শহরের বামনপাড়াতে।

আজ রবিবার (১২ জুন) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, মোমিনের আত্মীয় পলাশ হোসেন তৃষ্ণার পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি নিয়ে আসছিলেন। মোটরাসােেইকলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌছানো মাত্র সামনের দিক থেকে আসা একটি বাইসাইকেল পাশ দিয়ে যেতেই তার উড়না বেঁধে যায়। তৃষ্ণা এসময় মোটরাসাইকেল থেকে রাস্তার উপর পড়ে যায়। একই সময়ে একই দিকথেকে পাওয়ারটিলার যাওয়ার সময় তৃষ্ণার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এতে তৃষ্ণার মাথা থেঁতলে মারাত্বক আহত হন।

আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।
সদর থানার ওসি শাহ দারা খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।